বর্তমান গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তুলনামূলক আলোচনা"**। সমগ্র গবেষণাপত্রটি ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত পাঁচটি অধ্যায়ে রচিত। **ভূমিকাতে** গবেষণার সমস্যার বিবরণ, গবেষণার পরিধি, তথ্য ও সাহিত্য সমীক্ষা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি, উপাদান এবং প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি, দলিত কাদের বোঝানো হয়, ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতির পরিচয়, ঔপনিবেশিক বাংলা তথা বর্তমান সময়ের বাংলায় দলিত জাতিগুলির বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত চেতনায় জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০), সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৮৩১-১৮৯৩), শ্রী নারায়ণ গুরু (১৮৫৫-১৯২৮), ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখদের অবদান এবং ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত চেতনায় ব্যক্তিবর্গের অবদানও আলোচিত হয়েছে। যেমন নমঃশূদ্র বা মতুয়াদের হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮), গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৬-১৯৩৭) অবদান বর্ণনা করা হয়েছে। পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮-১৯২৩), শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণের (১৮৬৩-১৯০৭) সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রাজুয়েট রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২) তাদের সম্প্রদায়ের সংস্কার, বিকাশ, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ জাগরণে ভূমিকা কতখানি এবং তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য, এছাড়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি কেন বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮) সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ছাত্রাবস্থায় তিনি কিভাবে জাত ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন, দলিত জাতিদের প্রভুত জনকল্যান মূলক কাজ করেছিলেন সেগুলিকে তুলেধরা হয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ দায়ী ছিল কি? সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। তিনি কিভাবে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মালো সমাজের দলিত লেখক শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) বিবিধ লেখায় সমকালীন মালোদের করুণ সমাজ চিত্রের বিবরণ ও আর্থিক দুর্বলতার বিষয়টিকে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সে সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। এক কথায় অদ্বৈতের রচনায় দলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের সার্বিক চিত্রের বর্নণা রয়েছে। সবশেষে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনা, বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার আলোচিত হয়েছে।

Kousik Sulbu 05/09/24
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Bimalesh Manna 05/09/24
গবেষকের স্বাক্ষর